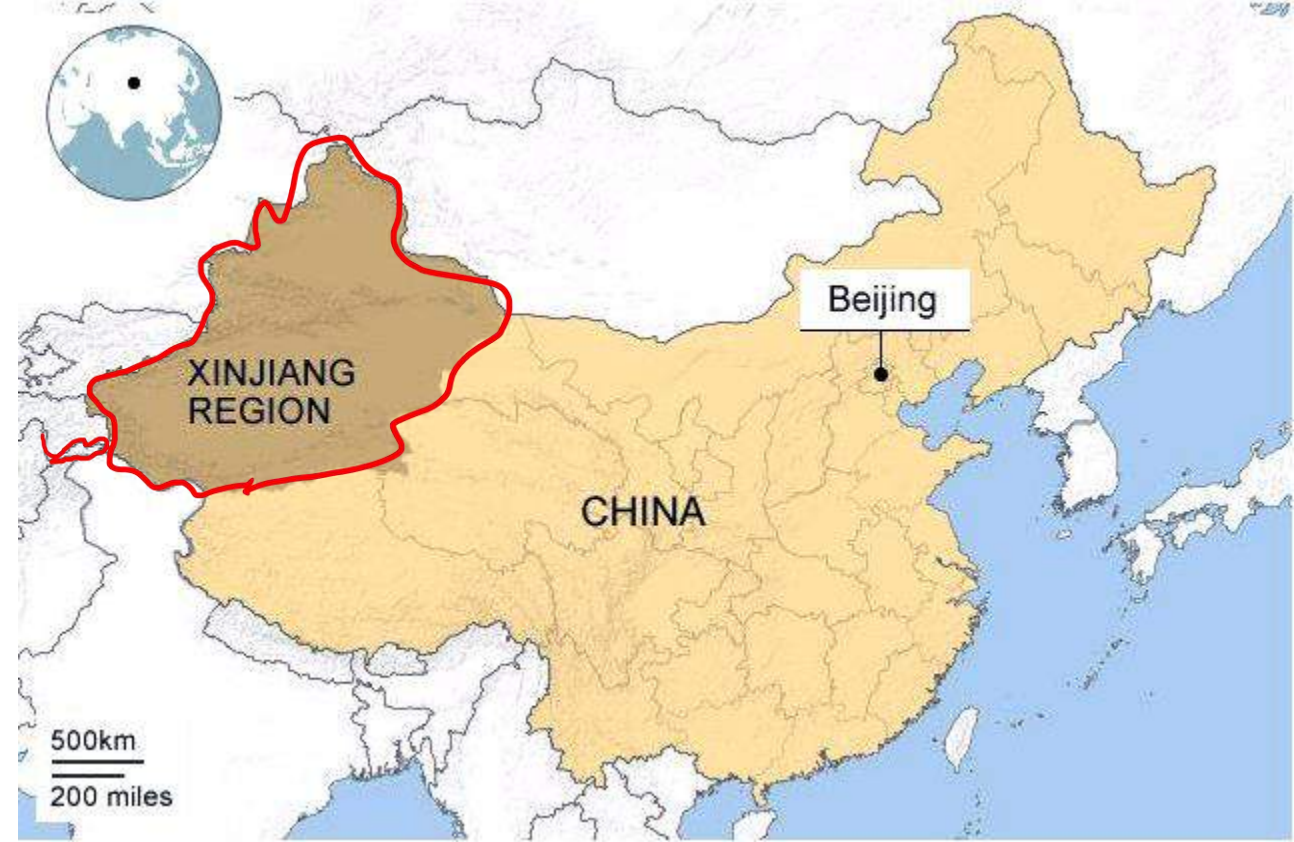


উইঘুর মুসলিম

- চীনের জিনজিয়াং প্রদেশটি মুসলিম অধ্যুষিত।
- 'উইঘুর' চীনের একটি সম্প্রদায়ের নাম।
- উইঘুর রা তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাস করে।



- বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে সবচেয়ে বড় প্রদেশ জিনজিয়াং, এর আয়তন ১৬ লাখ ৪৬ হাজার ৪০০ বর্গ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের প্রায় ১২ গুণ। অর্থাৎ জিনজিয়াং প্রদেশের আয়তন চীনের ছয় ভাগের প্রায় এক ভাগ। এর পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে রয়েছে মুসলিম দেশ তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও কাজাখিস্তান। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে আফগানিস্তান ও জম্মু কাশ্মীর। আর এ অবস্থানের জন্যই জিনজিয়াং প্রদেশের রয়েছে ভীষণ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব।
- স্বর্ণ, তেল ও গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম অধ্যুষিত এই জিনজিয়াং প্রদেশে বাস করে 'উইঘুর' মুসলমানরা। উইঘুররা মূলত তুর্কি বংশোদ্ভূত এবং তুর্কি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত উইঘুর ভাষায় কথা বলে। চীন ছাড়াও কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া ও ইউক্রেনে উইঘুর মুসলিমরা বসবাস করে।

- চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে উইঘুর মুসলিমদের বিরোধের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। এক সময় পূর্ব তুর্কিস্তান স্বাধীন ছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে স্বাধীন তুর্কিস্তানে চীনের মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতনের পর সেখানে প্রত্যক্ষ চীনা শাসন চালু করে এ অঞ্চলকে চীনের জিনজিয়াংয়ের সাথে একীভূত করা হয়। ১৯৪৯ সালে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কিছুদিন পর কমিউনিস্ট সরকার উইঘুরদের বৃহত্তম চীনের সাথে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু উইঘুররা এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলে তাদের ওপর শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন।
- উইঘুর অধ্যুষিত জিনজিয়াংকে দৃশ্যত স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলেও চীন সরকারের দমন পীড়ন সেখানে অব্যাহত আছে। চীনাদের দমন-পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ ও স্বাধীন হওয়ার জন্য ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি।

তিব্বত

Tibet

- চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ।
- ~~১৯৫০~~ সালে চীনের নিয়ন্ত্রণে আসে ।
- রাজধানী - লাসা
- নিষিদ্ধ দেশ বলা হয় ।
- পৃথিবীর ছাদ বলা হয় ।



দালাই লামা - তিব্বতের ধর্মীয়
নেতার পদবি

তেনজিন গিয়াতস -
বর্তমান দালাই লামা
(১৪ তম)



Question time

চীনের আইনসভার নাম কী?

National People's Congress

Let's Recap.....

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড

- প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে চীনের হান রাজ বংশের আমলে, চীন এবং সুদূর পূর্ব প্রাচ্যকে মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপের সাথে সংযুক্ত বাণিজ্য পথের নেটওয়ার্ক কে বলা হতো 'সিল্ক রোড' (রেশম পথ)।

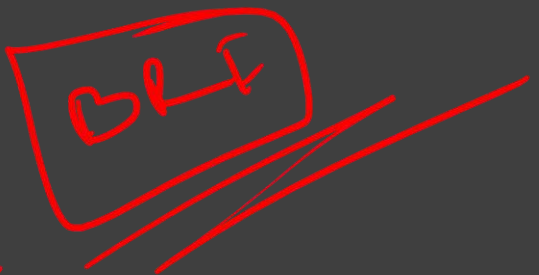




- প্রাচীন সেই সিল্ক রুটের
আধুনিকতম সংস্করণের নাম
**‘Belt and Road
Initiative (BRI)’**



- ২০১৩ সালে মধ্য এশিয়া সফরের সময় কাজাখস্তানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং 'ওয়ান বেল্ট অ্যান্ড ওয়ান রোড' (One Belt, One Road-OBOR)-এর ধারণা দেন। যা একটি আন্তঃমহাদেশীয় উন্নয়ন কৌশল ও বাণিজ্য কাঠামোর মহাপরিকল্পনা।

- একে প্রথমে ডাকা হচ্ছিল নয়া রেশমপথ (New Silk Road) নামে। পরে বলা হলো 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (OBOR)। কিন্তু 'ওয়ান' বা 'একক' কথাটার মধ্যে একাধিপত্যের লক্ষণ থাকায় এর সর্বশেষ নাম দেওয়া হয়েছে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'। 
- যার চাইনিজ নাম হলো 'য়ি দাই য়ি লু'
- এটিকে শি জিনপিংয়ের "মেজর কান্ট্রি ডিপ্লোম্যাসি" কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

চীনের এই মহাপরিকল্পনার ৫ টি প্রধান অগ্রাধিকার

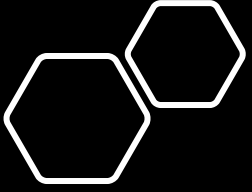
1. Policy coordination
2. Infrastructure connectivity
3. Unimpeded trade
4. Financial integration
5. Connecting people



•বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের রয়েছে

দুটি অংশ- ইকোনমিক বেল্ট এবং

মেরিটাইম রোড।



- ইকোনমিক বেল্ট এর আওতায়
চীনের সিয়ান থেকে উরুমুকি
হয়ে তুরস্ক, কাজাখস্তান, মস্কো,
পোল্যান্ড, জার্মানি,
নেদারল্যান্ডসের রটারডাম হয়ে
স্পেনের মাদ্রিদ পর্যন্ত সড়কপথ
নির্মিত হবে।





- মেরিটাইম রোডের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও সিঙ্গাপুরের সাথে আফ্রিকার জিবুতি ও কেনিয়ার সমুদ্র বন্দরের সাথে চীনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

প্রকল্পটির আওতায় রয়েছে ৬টি ইকোনমিক করিডোর।

- China – Pakistan

Economic Corridor ✓

(CPEC) - চীনের জিনজিয়াং

থেকে পাকিস্তানের গাওদার

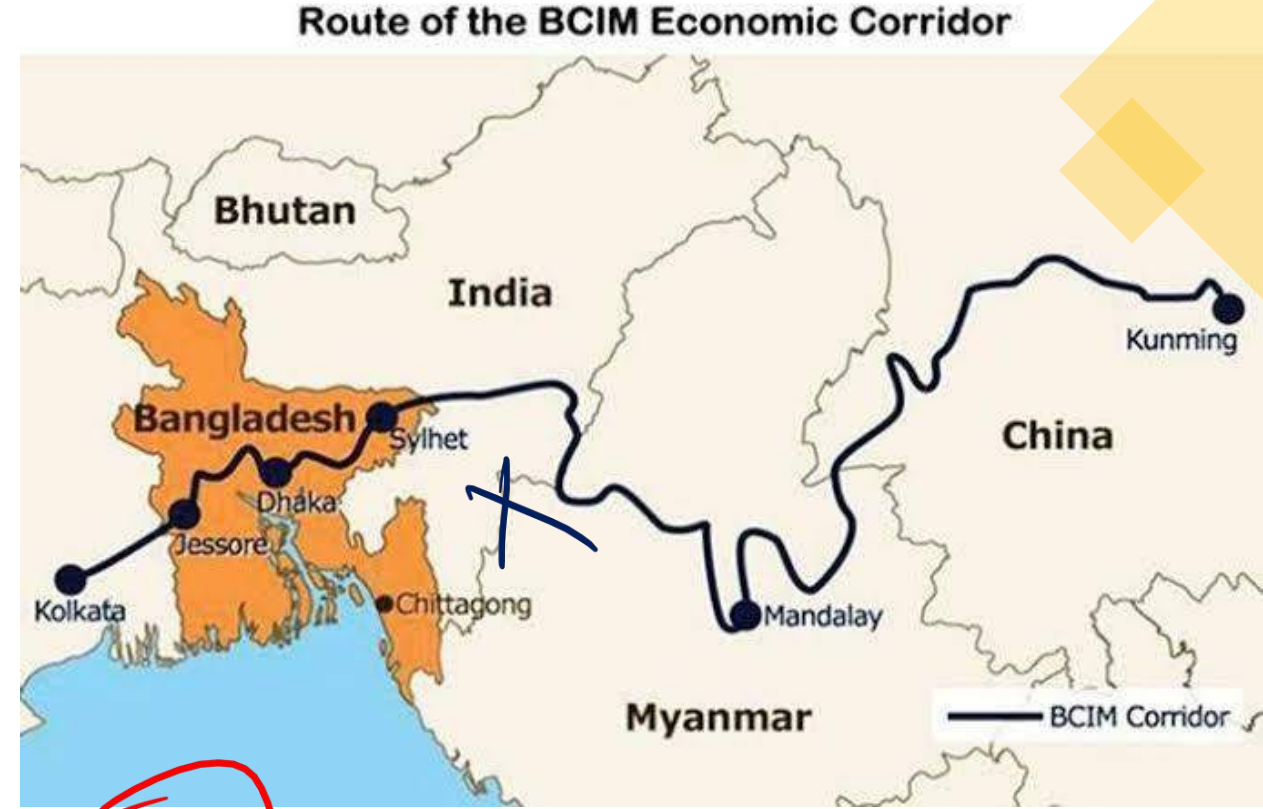
সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত।



• Bangladesh - China - ~~India~~ -
Myanmar Economic Corridor
(BCIMEC)

• চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিং থেকে
বাংলাদেশের কক্সবাজার হয়ে কলকাতা
পর্যন্ত।

• ২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট
শি জিং পিং এর ঢাকা সফরের সময় 'ওয়ান
বেল্ট, ওয়ান রোড' উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে
বাংলাদেশ যোগ দেয়।



BCI



নাইন ড্যাশ লাইন



- +
 -
 -
- অবস্থান – দক্ষিণ চীন সাগর
- বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৩০ ভাগ পরিচালিত হয় দক্ষিণ চীন সাগর বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর দিয়ে।
- দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধের মূল কারণ হলো নাইন ড্যাশ লাইন যার অপর নাম নাইন ডটস লাইন।



নাইন ড্যাশ লাইন

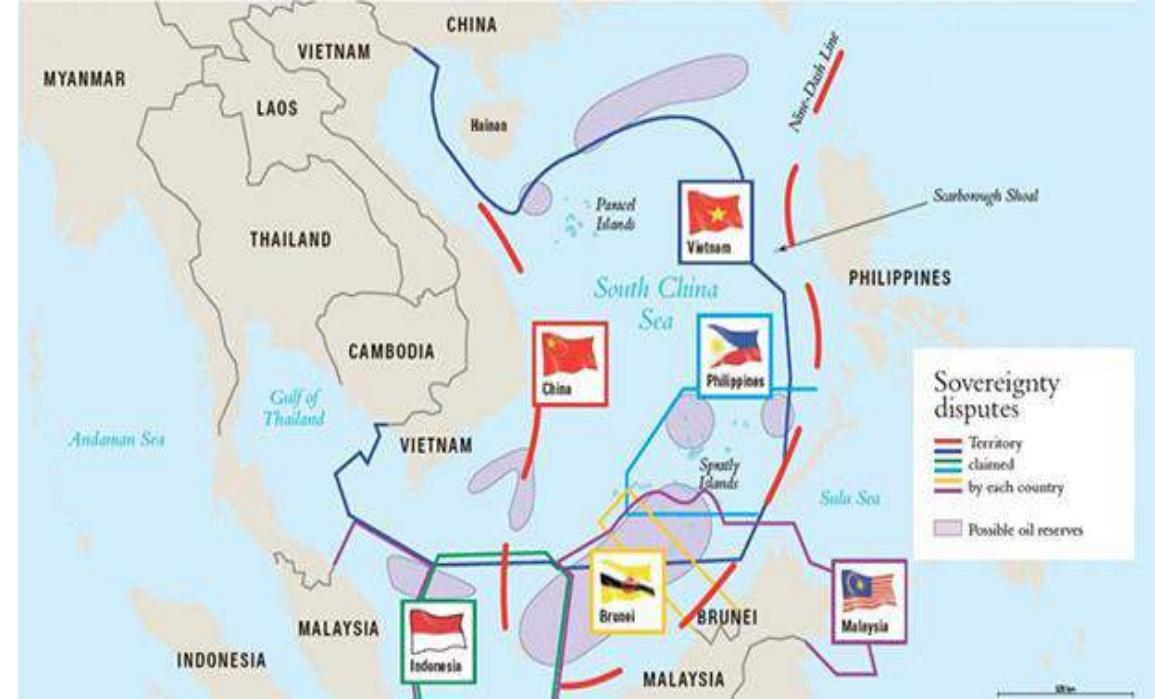
- চীন তার দক্ষিণে হাইনান প্রদেশে একটি বিন্দু বসিয়ে তা থেকে সোজা চলে এসে থাইল্যান্ড উপসাগরে আর একটি বিন্দু বসায় যা একটি U আকৃতির সৃষ্টি করে। মূলত এই লাইনের কারণে দক্ষিণ চীন সাগরের ৮০ ভাগ চীনের দখলে চলে আসে।





নাইন ড্যাশ লাইন

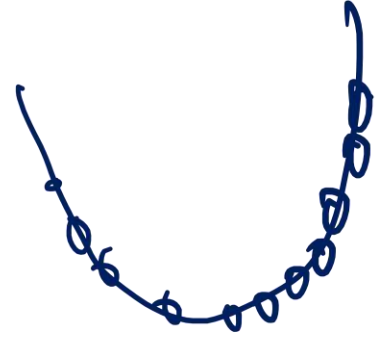
- দক্ষিণ চীন সাগরের নাইন ড্যাশ লাইন দিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন (UNCLOS) কে অমান্য করা হয়েছে, এ কারণে এই নাইন ড্যাশ লাইন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা হয়। মামলার রায় প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে এবং যেখানে নাইন ড্যাশ লাইন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।



মুক্তার মালা নীতি

- Sting of Pearls বা মুক্তার মালা নীতির আলোকে চীন ভারত মহাসাগর ঘেষা কয়েকটি সামুদ্রিক বন্দরক মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে, যেখানে চীনা জাহাজের রিফুয়েলিং এবং অবস্থান নিশ্চিত হবে। এই মুক্তার মালায় ১৫টি সামুদ্রিক বন্দরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই বন্দরগুলো একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত থাকবে, অনেকটা মুক্তার মালার মতো। আর এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'মুক্তার মালা'।
- বন্দরগুলো হচ্ছে হংকং, সানইয়া, হাইনান (চীন), উডি (Woody) পারাসেল দ্বীপপুঞ্জ, Spratly দ্বীপপুঞ্জ, সিহানুকভিলে (কম্বোডিয়া ও প্রিয়াম (Sihanouk ville, Ream-কম্বোডিয়া), দি এ (de Kra-থাইল্যান্ড), কোকো (মিয়ানমার) ও কিয়াও কিপিউ-সিটওয়ে (Kyaoukpya, Sittwe মিয়ানমার) গ্রাম (বাংলাদেশ), হাম্বানটোটা (Hambantota শ্রীলংকা), মারাও (Maran- মালদ্বীপ), গাদার (Grwader পাকিস্তান), আল আহদার (ইরাক), লামু (Lam- কেনিয়া), পোর্ট সুদান (Port Sudan-সুদান) যদি ভারত মহাসাগরের ম্যাগের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে চীন থেকে শুরু হয়ে এই মুক্তার মালা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া অতিক্রম করে সুদানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই মুক্তার মালার সমুদ্রপথ চীনের জ্বালানি আমদানির অন্যতম রুটও বটে।

String of Pearls

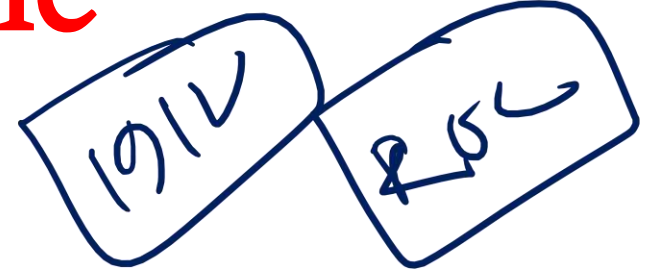


Question time

বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর প্রধান
অগ্রধিকার কয়টি?

৫ টি

Question time



গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের যাত্রা শুরু হয় কবে?

১ অক্টোবর ১৯৪৯



Let's Recap.....

উত্তর কোরিয়া

সরকারি নাম: গণতান্ত্রিক

গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া

প্রতিষ্ঠাতা- কিম ইল সাং

প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮





রাজধানী - পিয়ং ইয়ং

দুই কোরিয়া বিভক্ত হয় ১৯৪৫

কোরীয় যুদ্ধ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়া সন্ধিতে ইউনিয়নের দখলে চলে যায়।
- ১৯৪৮ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে।

কোরীয় যুদ্ধ

• ১৯৫০ সালের ২৫ জুন উত্তর কোরীয় বাহিনী ৩৮-তম সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে যুদ্ধ বেধে যায়।

• ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

(Uniting for Peace resolution) দেয়। কিন্তু

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকর হয় দুবছর পর, ১৯৫৩ সালের ২৭

জুলাই।

২০০৬ - অষ্টম দেশ হিসেবে
পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

North Korea



দক্ষিণ কোরিয়া

সরকারি নাম - কোরিয়া

প্রজাতন্ত্র

রাজধানী - সিউল



প্রেসিডেন্ট - ইয়ুন

সুক ইওল

বাসভবন - রু হাউস



দুই কোরিয়াকে বিভক্তকারী সীমানা

■ মিলিটারি ডিমার্কেশন লাইন / ৩৮

ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা

• পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমানা।



নর্দান লিমিট লাইন

পীত সাগরে দুই
কোরিয়ার সীমানা



কোরিয়া প্রণালী



বিভক্ত করেছে: কোরীয়া উপদ্বীপ
- জাপান

যুক্ত করেছে: জাপান সাগর + পূর্ব
চীন সাগর

- পানমুনজাম – দুই
কোরিয়ার সিমান্তবর্তী গ্রাম
(শান্তিগ্রাম), যেটি বিশ্বের
সবচেয়ে বড় No Mans
Land নামে পরিচিত।



-
- দক্ষিণ কোরিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তর কোরিয়ার নিকট পুনঃএকত্রীকরণ সংক্রান্ত যে পলিসি প্রেরণ করে সেটি **Sunshine Policy** নামে পরিচিত।



-
- পানমুনজাম দুই কোরিয়ার
মধ্যবর্তী একটি গ্রাম,



Question time

কোরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি হয়-

১৯৫৩

Let's Recap.....

জাপান

- পূর্ব নাম: নিপ্পন
- ভূমিকম্পের দেশ বলা হয়



প্রধান ৪

টি দ্বিপ

হোনসু

কিউসু

হোকাইডো

সুকোকু



রাজধানী - টোকিও

হনসু দ্বীপে
অবস্থিত।

সম্রাটের পদবী -
মিকাডো

বর্তমান সম্রাট-
নারুহিতো



প্রধানমন্ত্রী

✓ শিগেরু ইশিবা





পার্লিমেণ্টের নাম

ডায়েট

Statue of peace

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণে একটি শান্তি পার্ক স্থাপন করা হয়। 'স্ট্যাচু অব পিস' এই পার্কে অবস্থিত।



শান্তি সংবিধান

- জাপান এর সংবিধানকে 'শান্তি সংবিধান' (Pacifist Constitution) বলা হয়।
- এই সংবিধান রচিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে।



কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ: জাপান-রাশিয়ার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল



সেনকাকু: জাপান-চীনের বিরোধপূর্ণ অঞ্চল



Question time

তিব্বতের ধর্মীয় নেতার নাম কী?

তেনজিন গিয়াত্স

Question time

জাপানের রাজধানী কোন দ্বীপে অবস্থিত?

হনসু

Let's Recap.....

ইন্দোচীন

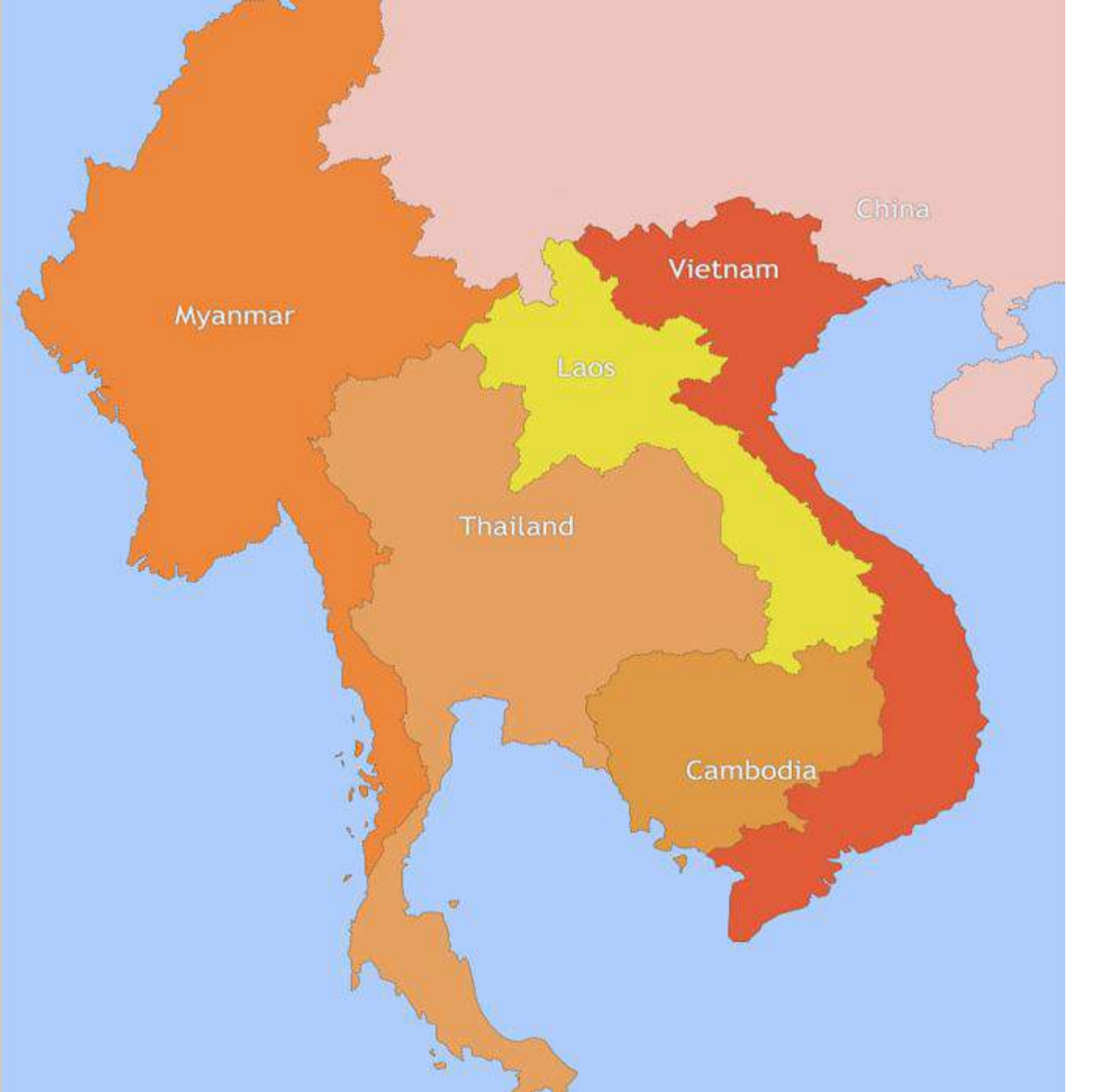
ভিয়েতনাম ✓

লাওস ✓

কম্বোডিয়া ✓

মায়ানমার

থাইল্যান্ড



থাইল্যান্ড

• কখনো উপনিবেশ ছিলোনা।

• থাইল্যান্ড অর্থ মুক্তভূমি।

• শ্বেতহস্তীর দেশ বলা হয়।



বর্তমান রাজা -
মাহা ভাজিরালংকর্ণ



গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল

• মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল।

■ থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস



গোল্ডেন

ওয়েজ

বাংলাদেশ – ভারত – নেপাল

সীমান্ত

মাদক পাচার ও চোরাচালানের

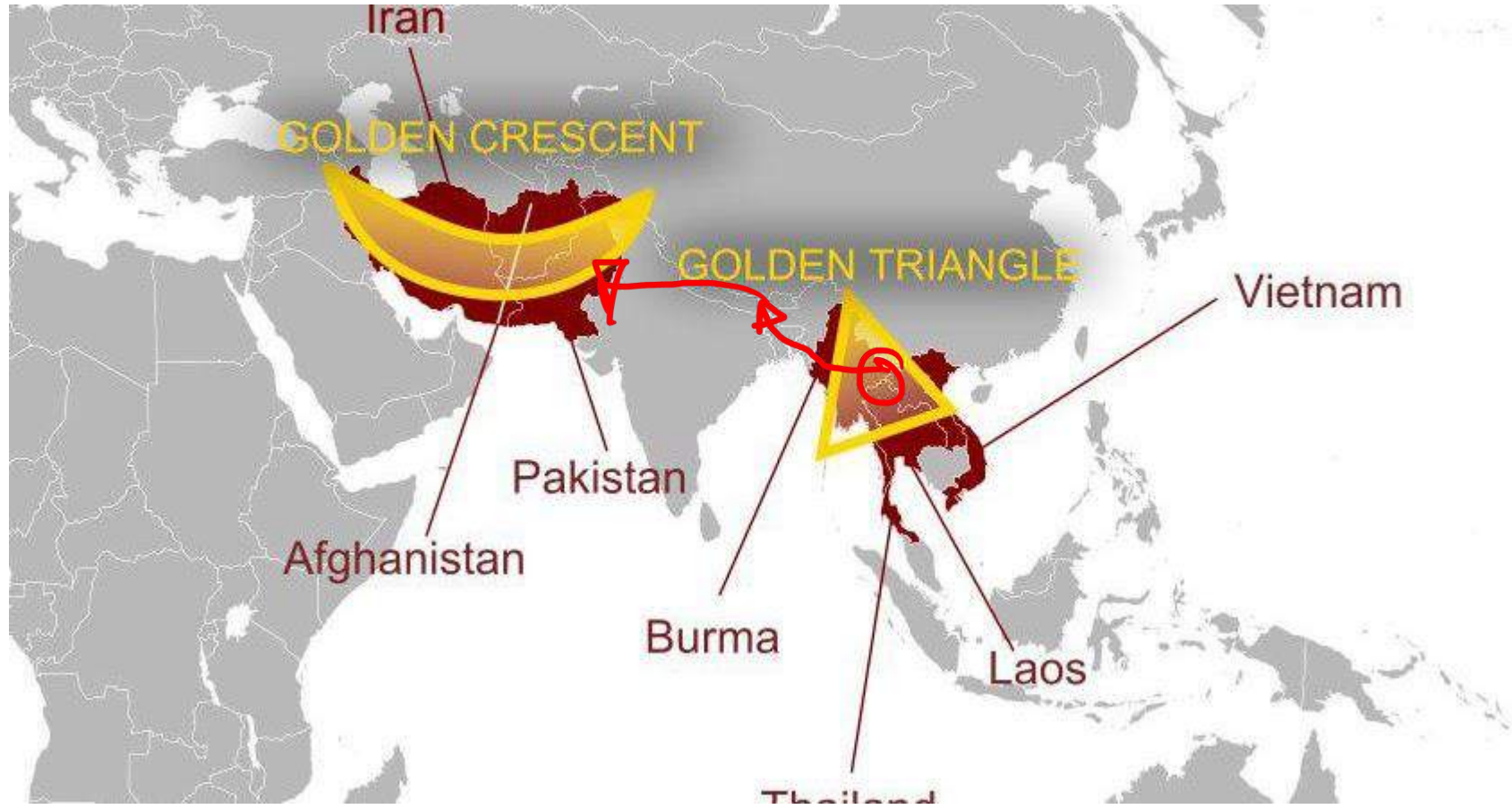
রুট।



গোল্ডেন ক্রিসেন্ট

• পাকিস্তান - আফগানিস্তান - ইরান সীমান্ত

• আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।



ইন্দোনেশিয়া



- বৃহৎতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ
- ইন্দোনেশিয়ার মানুষদের জাভাম্যান বলা হয়।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট – মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট- প্রাবো সুবিয়ান্ত



■ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা (জাভা) থেকে বোর্নিও দ্বীপে (পূর্ব কালিমন্তান) সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

■ নতুন প্রস্তাবিত রাজধানী - নুসান্তারা।

A smiling man wearing a dark cap and a grey shirt is carrying a large, heavy bundle of palm oil fruit on his shoulder. The bundle is made of many dark, round fruits with long, thin stems. The background is a blurred outdoor setting with green foliage.

পাম ওয়েল
উৎপাদনে-

প্রথম – ইন্দোনেশিয়া
দ্বিতীয় – মালয়শিয়া



পূর্ব তিমুর / তিমুর লিস্তে

অফিসিয়াল নাম: Democratic Republic of
Timor-Leste

• এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীন দেশ

স্বাধীন হয় - ২০০২

রাজধানী- দিলি

সুন্দা প্রণালি

বিভক্ত করেছে: সুমাত্রা - জাভা

যুক্ত করেছে: ভারত মহাসাগর +

জাভা সাগর





মালাক্কা প্রণালী

যুক্ত করেছে:

বঙ্গোপসাগর + জাভা

সাগর

বিভক্ত করেছে:

মালয়শিয়া - সুমাত্রা

Question time

গোল্ডেন ট্রায়্যাঙ্গল অবস্থিত কোন কোন দেশে?

থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস

মধ্য এশিয়া



দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
✓ কাজাখস্তান	আস্তানা	তেংগে
✓ কির্গিজস্তান	বিশকেক	সোম
✓ তাজিকিস্তান	দুশানবে	সোমানি
✓ তুর্কমিনিস্তান	আশাখাবাদ	মানাত
✓ উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	সোম



Thank You